بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد

খুতবা জুম'আ

আঁহযরত (সাঃ) এর অতীব নিষ্ঠাবান সাহাবাকেরাম আজমাইনদের প্রশংসা সূচক গুণাবলী ও ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলীর হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্
আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক টিলফোর্ডস্থিত ইসলামাবাদের মুবারক
মসজিদে প্রদত্ত ১৩ ডিসেম্বর ২০১৯ এর
খোতবা জুম্মার সংক্ষিপ্তসার

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আইঃ) বলেন ঃ

গত খুতবায় আমি হযরত হেলাল বিন উমাইয়াহ্ (রাঃ)'র স্মৃতিচারণ করছিলাম। হযরত হেলাল (রাঃ) তাবুকের যুদ্ধে পশ্চাতে থেকে যাওয়া সেই তিনজন সাহাবীদের একজন ছিলেন যারা যুদ্ধে যোগদান করেন নি। মহানবী (সাঃ) যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার পর তাদের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন আর কিছুটা শাস্তিও প্রদান করেন,এতে এই তিনজন খুবই উদ্বিগ্ন ছিলেন আর আল্লাহ্‌র সমীপে বিনত হয়ে ইস্তেগফার ও তওবা করতে থাকেন, এমনকি এই তিনজন সাহাবীর আহাজারি, যাদের মধ্যে হযরত হেলাল (রাঃ)ও অন্তর্ভূক্ত ছিলেন-আল্লাহ্‌তা'লার সমীপে গৃহীত হয় আর তাদের ক্ষমার বিষয়ে আল্লাহ্‌তা'লা আয়াতও অবতীর্ণ করেন। এরই ধারাবাহিকতায় আরো কিছু কথা রয়েছে যা আমি এখন উপস্থাপন করবো।

সেসব মানুষ যারা মহানবী (সাঃ) এর সাথে যুদ্ধে না যাওয়াকে প্রাধান্য দিয়েছিল তাদের মধ্যে একজন ছিল জাদ্দ বিন কায়েস। তিনি (সাঃ) তাকে বলেন, তুমি কি রোমানদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য আমাদের সাথে যাবে না? সে এই অজুহাত দেখায় যে, সে মহিলাদের কারণে পরীক্ষা বা নৈরাজ্যের মধ্যে পড়তে পারে। মহিলারা রয়েছে, পারিবারিক দায়-দায়ীত্ব রয়েছে, বিভিন্ন সমস্যা রয়েছে, তাই তাকে পরীক্ষায় ফেলা না হোক, অতএব মহানবী (সাঃ) তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন এবং তাকে অনুমতি দিয়ে দেন, এ সম্পর্কে আল্লাহ্‌তা'লা সূরা তওবার ৪৯ আয়াতও অবতীর্ণ করেন যে,

وَمِنۡهُمۡ مَّنۡ يَّقُوۡلُ ائۡذَنۡ لِّيۡ وَلَا تَفۡتِنِّيۡ ؕ اَلَا فِي الۡفِتۡنَةِ سَقَطُوۡا ؕ وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيۡطَةٌۢ بِالۡكٰفِرِيۡنَ

অর্থাৎ ঃ আর তাদের মধ্যে এমন লোকও আছে যে বলে, আমাকে অনুমতি দাও আর আমাকে পরীক্ষায় ফেলো না। জেনে রাখ, তারা পূর্বেই পরীক্ষায় নিপতিত হয়েছে। এবং নিশ্চয় জাহান্নাম কাফিরদেরকে সবদিকে থেকে পরিবেষ্টন করে রয়েছে।

মদিনা হতে সিরিয়ার পথে আবুল হায়সাম বিন তাইয়্যেহান এর কূপ ছিল। এই কূপের পানি খুবই সুমিষ্ট ছিল। মহানবী (সাঃ)ও এর পানি পান করেন এবং (তা) পছন্দ করেন। সেই ইহুদির বাড়িটি ছিল কপটদের আঁখড়া। মহানবী (সাঃ) সংবাদ পান যে, মুনাফিক বা কপটরা সেখানে সমবেত হচ্ছে আর তারা লোকজনকে অর্থাৎ মুসলমানদেরকে মহানবী (সাঃ) এর সাথে তাবুকের যুদ্ধে যেতে বাধা দিচ্ছে। মহানবী (সাঃ) হযরত আম্মার বিন ইয়াসের (রাঃ)কে বলেন, তাদের কাছে যাও আর তাদের কাছে গিয়ে সেসব বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর যা তারা বলেছে। যদি তারা একথা অস্বীকার করে তাহলে তাদের বলে দিও, আমি সংবাদ পেয়েছি যে, তোমরা এই এই (কথা) বলেছ। হযরত আম্মার (রাঃ) যখন সেখানে পৌঁছেন এবং সেসব কথা বলেন তখন তারা মহানবী (সাঃ)এর সমীপে এসে ক্ষমা চাইতে আরম্ভ করে।

যাহোক, এই ছিল তখনকার অবস্থা, (যুদ্ধে) যাবার পূর্বেই না যাওয়ার জন্য ষড়যন্ত্র করা হচ্ছিল। মুনাফিকরাও তাতে জড়িত ছিল আর ইহুদিরা তাদেরকে প্ররোচিত করছিল। কতকজন অজুহাত দেখাতে থাকে আর পরবর্তীতে ফিরে আসার পর মহানবী (সাঃ)এর সমীপেও অজুহাত দেখায়। যাহোক, তিনি (সাঃ) তাদের বিষয়টি আল্লাহ্‌র হাতে সমর্পণ করেন।

মহানবী (সাঃ)এর সুন্নত বা রীতি ছিল, তিনি যখনই কোন সফর থেকে মদিনায় ফিরে আসতেন তখন প্রথমে মসজিদে গিয়ে দু'রাকাত নামায পড়তেন। অতএব তিনি যখন তাবুক থেকে ফিরে আসেন তখন তিনি চাশতের (নামাযের) সময় মদিনায় প্রবেশ করেন এবং প্রথমে মসজিদে দু'রাকাত নামায পড়েন। নামাযান্তে লোকদের জন্য তিনি (সাঃ) মসজিদেই অবস্থান করেন, তখন সেসব লোকও তাঁর সাথে

সাক্ষাতের জন্য আসে, যারা ইচ্ছাকৃতভাবে পেছনে রয়ে গিয়েছিল আর কোন কারণ ছাড়াই পেছনে থেকে গিয়েছিল। তারা জেনেশুনে তাঁর (সাঃ) সামনে নিজেদের কোন না কোন অজুহাত উপস্থাপন করছিল, এমন লোকদের সংখ্যা ছিল আশি'র কাছাকাছি। সত্য কি তা জানা সত্ত্বেও মহানবী (সাঃ) তাদের বিভিন্ন অজুহাত ও তাদের মনগড়া বিবরণ গ্রহণ করেন আর তাদেরকে উপক্ষো করেন এবং তাদের বয়আতও নেন এবং তাদের জন্য ইস্তেগফারও করতে থাকেন। কিন্তু যেমনটি পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে, হযরত হেলাল বিন উমাইয়াহ্ (রাঃ), হযরত মুরারাহ্ বিন রবী' (রাঃ) এবং হযরত কা'ব বিন মালেক (রাঃ) কোন মিথ্যা অজুহাত দেখাননি আর একারণে কিছুকাল তারা মহানবী (সাঃ)এর অসন্তুষ্টিও সহ্য করেন, অনেক কান্নাকাটি করেন, আহাজারি করেন আর অনুশোচনার সাথে আল্লাহ্‌র সমীপে বিনত থাকেন। এরপর আল্লাহ্‌তা'লা পবিত্র কুরআনে তাদের তওবা গ্রহণ করার ঘোষণাও প্রদান করেন।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, দ্বিতীয় যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তিনি হলেন, হযরত মুরারা বিন রবী' আমরী (রাঃ)। হযরত মুরারা বিন রবী' আমরী-র সম্পর্ক ছিল আনসারদের অওস গোত্রের বনু আমর বিন অওফ-এর সাথে। হযরত মুরারা (রাঃ) বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেছেন। ইমাম বুখারী ও সাহাবীদের জীবনচরিত সম্পর্কে রচিত পুস্তকাদিতে বদরের যুদ্ধে তার অংশগ্রহণের উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি সেই তিনজন আনসার সাহাবীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা তাবুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেন নি, যাদের উল্লেখ পূর্বেই করা হয়েছে। এই প্রেক্ষিতে হযরত মুরারা(রাঃ)'র পৃথক কোন বর্ণনা নেই। হযরত কা'ব বিন মালেক-এরই বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে যা হযরত হেলাল বিন উমাইয়াহ্ (রাঃ) সম্পর্কে গত খুতবায় আমি বর্ণনা করেছি।

পরবর্তী যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে, তার নাম হলো হযরত উতবা বিন গাযওয়ান (রাঃ)। তিনি স্বয়ং বর্ণনা করেন যে, আমি সেসব লোকের মাঝে সপ্তম ছিলাম যারা সবার আগে ইসলাম গ্রহণ করে মহানবী (সাঃ)এর সাথে যোগ দিয়েছিলাম। ইবনে আসীর-এর মতে হযরত উতবা যখন ইথিওপিয়ায় হিজরত করেন তখন তার বয়স ছিল চল্লিশ বছর। তিনি যখন ইথিওপিয়া থেকে মক্কায় ফিরে আসেন, তখন মহানবী (সাঃ) মক্কাতেই অবস্থান করছিলেন। হযরত উতবা মহানবী (সাঃ)এর সাথেই অবস্থান করেন। অবশেষে তিনি হযরত মিক্বদাদ (রাঃ)এর সাথে মদিনায় হিজরত করেন।

তরবারীর জিহাদের অনুমতি সম্পর্কে, প্রথম কুরআনী আয়াত দ্বিতীয় হিজরী সনে সফর মাসের ১২ তারিখে অবতীর্ণ হয়। ইতিহাস থেকে জানা যায়, কাফিরদের অনিষ্ট থেকে মুসলমানদের নিরাপদ রাখার জন্য মহানবী (সাঃ) প্রাথমিকভাবে চারটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন, যা তার উন্নত রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি এবং রণকৌশলের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এবং খুবই সুস্পষ্ট প্রমাণ। আর সেসব পদক্ষেপ ছিল নিম্নরূপঃ

প্রথমতঃ তিনি (সাঃ) স্বয়ং সফর করে চতুষ্পার্শ্বের গোত্রগুলোর সাথে পারস্পরিক শান্তি ও নিরাপত্তার চুক্তি করতে আরম্ভ করেন যেন মদিনার আশপাশের এলাকা বিপদমুক্ত হয়ে যায়।

দ্বিতীয়তঃ তিনি (সাঃ) যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন তা হলো, তিনি খবর সংগ্রহকারী ছোট ছোট দল মদিনার বিভিন্ন দিকে প্রেরণ করতে আরম্ভ করেন, যেন কুরাইশ এবং তাদের মিত্রদের গতিবিধি সম্পর্কে অবগত হতে পারেন। আর কুরাইশদেরও যেন এ বিষয়টি দৃষ্টিপটে থাকে যে, মুসলমানরা অসতর্কনয়। আর এভাবে মদিনা অতর্কিত আক্রমণের সংকট থেকে মুক্ত থাকবে।

তৃতীয় যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন তা হলো, এসব দল প্রেরণের পেছনে তার একটি উদ্দেশ্য এটিও ছিল যে, এর মাধ্যমে মক্কা এবং এর আশপাশের দুর্বল এবং দরিদ্র মুসলমানদের যেন মদিনার মুসলমানদের সাথে যোগ দেয়ার সুযোগ ঘটে। যেন এমন লোকেরা অত্যাচারী জাতির কাছ থেকে মুক্তি লাভের সুযোগ পায়। অর্থাৎ এমন লোকেরা যেন কুরাইশদের কাফেলার সঙ্গী হয়ে মদিনার কাছাকাছি পৌঁছতে পারে এবং এরপর পালিয়ে এসে মুসলমানদের সাথে যোগদান করতে পারে।

চতুর্থ যে পদক্ষেপ মহানবী (সাঃ) গ্রহণ করেন তা হলো, তিনি কুরাইশদের সেসব ব্যবসায়িক কফেলাকে বাধা দেয়া আরম্ভ করেন, যারা মক্কা থেকে সিরিয়ায় আসা যাওয়ার পথে মদিনার পাশ দিয়ে অতিক্রম করত। কেননা প্রথমতঃ এসব কাফেলা যে দিক দিয়েই যেত, মুসলমানদের বিরুদ্ধে শত্রুতার অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করতে থাকত, দ্বিতীয়তঃ এসব কাফেলা সর্বদা যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত থাকত। আর সবাই অনুধাবন করতে পারে যে, এ ধরনের কাফেলার মদিনার এত নিকট দিয়ে যাওয়া মোটেই আশঙ্কামুক্ত ছিল না। আর তৃতীয়তঃ কুরাইশরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যবসা-বাণিজ্য করে জীবন ধারণ করত। এরূপ পরিস্থিতিতে কুরাইশদের দুর্বল করা ও তাদেরকে তাদের অত্যাচারী কর্মকাণ্ড থেকে বিরত রাখা এবং

সন্ধি করতে বাধ্য করার জন্যই সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত এবং কার্যকর মাধ্যম ছিল তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ বন্ধ করে দেয়া। অতএব ইতিহাস সাক্ষী যে, কুরাইশরা যেসব কারণে অবশেষে সন্ধি করতে বাধ্য হয়েছে তার মাঝে অনেক বড় একটি কারণ ছিল তাদের বাণিজ্য কাফেলার পথ রোধ হওয়া বা বন্ধ হওয়া। অতএব এটি অত্যন্ত কার্যকরী পদক্ষেপ ছিল, যা যথাসময় কার্যকরী ফল বয়ে এনেছে।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, হযরত উতবা বিন গাযওয়ানের মদিনায় হিযরতের ঘটনা এরূপঃ দ্বিতীয় হিজরী সনের রবিউল আউয়াল মাসের শুরুর দিকে তিনি (সাঃ) তাঁর একজন নিকটাত্মীয় উবায়দা বিন হারেস মুত্তালবী (রাঃ)'র নেতৃত্বে ষাট-সত্তর জন উষ্ট্রারোহী মুহাজিরদের একটি দল প্রেরণ করেন। যখন তার সঙ্গীরা কিছুদূর পথ পাড়ি দিয়ে সানীয়্যাতুল মারআ-এর কাছাকাছি পৌঁছলে হঠাৎ তারা দেখতে পান, অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত কুরাইশদের দু'শ যুবক ইকরামা বিন আবুজাহলের নেতৃত্বে শিবির স্থাপন করে আছে। উভয়পক্ষ পরস্পরের মুখোমুখি হয়। কিন্তু এরপর মুসলমানদের পেছনে অতিরিক্ত বাহিনী আছে ভেবে ভয়ে মুশরিকদের দল যুদ্ধ করা থেকে পিছপা হয়ে যায় আর মুসলমানরাও তাদের পিছু ধাওয়া করে নি। যদিও মুশরিকদের সেনাদল থেকে দু'জন- মিকদাদ বিন আমর এবং উতবা বিন গাযওয়ান (রাঃ) ইকরামা বিন আবুজাহলের সেনাদল থেকে নিজেরাই পালিয়ে মুসলমানদের দলে এসে যোগদান করেন। কিন্তু এতটুকু নিশ্চিত যে, তাদের উদ্দেশ্য সৎ ছিল না। আর এটি আল্লাহ্‌তা'লারই কৃপা ছিল যে, মুসলমানদের চৌকস ও সতর্ক দেখতে পেয়ে এবং নিজেদের কতককে মুসলমানদের দলে ভিড়তে দেখে তারা মনোবল হারিয়ে ফেলে এবং ফিরে যায়।

হযরত উতবা বিন গাযওয়ান (রাঃ) এবং তার মুক্ত কৃতদাস খাব্বাব (রাঃ) যখন মক্কা থেকে মদিনা অভিমুখে হিজরত করেন, তাবাকাতুল কুবরা গ্রন্থে এই রেওয়ায়েতও বর্ণিত হয়েছে যে, তখন কুবায় তিনি হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন সালমা আজলানী (রাঃ)'র গৃহে অবস্থান করেন এবং হযরত উতবা যখন মদিনা পৌঁছেন তখন তিনি হযরত আব্বাদ বিন বিশর (রাঃ)'র গৃহে অবস্থান করেন। মহানবী (সাঃ) হযরত উতবা বিন গাযওয়ান এবং হযরত আবু দাজানা'র মাঝে ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন করেছিলেন। হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, হযরত উতবা বিন গাযওয়ান (রাঃ) সম্পর্কে আরো কিছু রেওয়ায়েত রয়েছে যা ইনশাআল্লাহ্‌তা'লা পরবর্তীতে উপস্থাপন করব।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, এখন আমি প্রথমত এই ঘোষণা করতে চাই যে, দৈনিক আল্‌ফযল-এর ওয়েব সাইটআরম্ভ করা হয়েছে। দৈনিক আল্ ফযল এর ১০৬ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে লন্ডন থেকে দৈনিক আল্ ফযল অনলাইন সংস্করণের সূচনা হচ্ছে। আর এই দৈনিক পত্রিকা আল্‌ফযল আজ থেকে ১০৬ বছর পূর্বে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রাঃ) হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রাঃ) এর অনুমতি ও দোয়ার মাধ্যমে ১৮ই জুন ১৯১৩ সনে প্রকাশ করা আরম্ভ করেছিলেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর কিছু দিন এটি লাহোর থেকে প্রকাশিত হতে থাকে, এরপর হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রাঃ) এর নেতৃত্বেএটি রাবওয়া থেকে প্রকাশিত হতে থাকে। এই প্রাচীনতম উর্দূ দৈনিক পত্রিকা আল্‌ফযল এর অনলাইন সংস্করণ লন্ডন থেকে ১৩ই ডিসেম্বর ২০১৯ থেকে আরম্ভ হচ্ছে। আজ থেকে ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিশ্বের সর্বত্র অতি সহজেই এটি পাওয়া যাবে। ইনশাআল্লাহ্ জুমু'আর পর এটির উদ্বোধন হবে।

এরপর হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, আজ আমি দু'জন প্রয়াত ব্যক্তির স্মৃতিচারণ করব এবং তাদের জানাযাও পড়াব ইনশাআল্লাহ্। তাদের মাঝে প্রথমজন হলেন, শ্রদ্ধেয়া সৈয়্যদা তানভীরুল ইসলাম সাহেবার জানাযা, যিনি মরহুম মুকাররম মির্যা হাফিয আহমদ সাহেবের সহধর্মিনী ছিলেন। গত ৭ই ডিসেম্বর৯১ বছর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন, **ইন্নালিল্লাহে অইন্না এলাইহে রাজেউন।** আল্লাহ্‌তা'লার কৃপায় তিনি মূসীয়া ছিলেন। তার পিতার নাম ছিল মীর আব্দুস্‌সালাম। তিনি (মরহুমা) হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) এর পুরনো নিষ্ঠাবান সাহাবী হযরত মীর হুসামুদ্দীন সাহেব (রাঃ)'র প্রপৌত্রি ছিলেন। হযরত সৈয়্যদ মীর হামেদ শাহ্ সাহেবের পৌত্রী ছিলেন এবং হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)এর পুত্রবধু ছিলেন। তিনি ১৯২৮ সালে শিয়ালকোটে জন্মলাভ করেন আর ১৯৪৮ সালের জানুয়ারি মাসে মির্যা হাফিয আহমদ সাহেবের সাথে তার বিয়ে হয়। আর এভাবে তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)এর পুত্রবধু হন। ১৯৫৬ সাল থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে প্রায় ৪৮ বছর তিনি কেন্দ্রীয় লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র প্রদর্শনী সেক্রেটারী হিসেবে সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)'র সাথে তার খুবই স্নেহসূলভ সম্পর্ক ছিল। তাহাজ্জুদ পড়ার বিষয়ে তিনি খুবই যত্নবান ছিলেন। বরং তার গৃহকর্মী বলেছে, যে রাতে তিনি মারা যান সে রাতেও তিনি ৩টার দিকে তাহাজ্জুদ নামায পড়েন এবং এরপর ঘুমিয়ে পড়েন আর এ অবস্থায়-ই তার মৃত্যু হয়। আল্লাহ্‌তা'লা তার সাথে ক্ষমাসূলভ আচরণ করুন, দয়া করুন এবং তার মর্যাদা উন্নীত করুন।

দ্বিতীয় স্মৃতিচারণ হবে আমেরিকা নিবাসী আমাদের মরহুমা সিস্টার হাজাহ্ শাকুরা নূরিয়া সাহেবার, যিনি ১লা ডিসেম্বর মৃত্যুবরণ করেন, **ইন্নালিল্লাহে অইন্না এলাইহে রাজেউন।** ১৯২৭ সনে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ওয়াশিংট ডিসি'তে তার প্রাথমিক জীবন কাটে। ১৯৭৯ সনে স্বপ্নে তিনি একটি পবিত্র কুরআন ও কলেমা শাহাদাত দেখতে পান। এরপর তার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, আহমদীয়াত তথা ইসলামই সত্যিকার ধর্ম। তাই তিনি বয়আত করেন। খিলাফতের প্রতি তার অসাধারণ সম্মান ছিল এবং ঐকান্তিক সম্পর্ক ছিল। পাঁচবেলার নামায বাজামা'ত আদায়ে অভ্যস্ত ছিলেন। আল্লাহ্তা'লা তার সাথে ক্ষমা ও কৃপার আচরণ করুন, তার মর্যাদা উন্নীত করুন আর সেবার প্রেরণায় সমৃদ্ধ এবং আন্তরিক এমন মানুষ আল্লাহ্তা'লা জামা'তে আরো অধিক দান করুন। (আমীন)

জরুরী ঘোষণা

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

আগামী ২৬ ডিসেম্বর থেকে ২৯ ডিসেম্বর ২০১৯ ইং চারদিন ব্যাপি পুনঃরায় **'সত্যের সন্ধানে'** প্রোগ্রাম শুরু হতে যাচ্ছে। এবার বাংলাদেশ স্টুডিও থেকে অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচার করা হবে। অনুষ্ঠান শুরু হবে বৃহঃবার রাত সাড়ে ৭টা থেকে।

শুক্রবার সন্ধ্যায় হুযুর আনোয়ার (আইঃ) এর জুম্মার খুতবার পর রাত্রি ৮টায় এবং শনি ও রবিবার রাত সাড়ে ৭টায়, প্রতিদিন দুই ঘন্টা করে সম্প্রচার হবে। অনুগ্রহপূর্বক আপনাদের নিজ জামা'তে এবং স্ব-স্ব অঞ্চলে এখনই সংশ্লিষ্ট সবাইকে সংবাদটি জানিয়ে দিন। আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নীরা নিজেরা দেখবেন ও নওমোবাঈন সদস্যদের এই আয়োজনগুলো মনোযোগ সহকারে দেখার ব্যবস্থা করবেন। এছাড়া নিজেদের অ-আহমদী আত্মীয়-স্বজন, পাড়া- প্রতিবেশী আর বন্ধু-সহকর্মীদেরকে এই অনুষ্ঠানগুলো বেশী বেশী করে দেখানোর ব্যবস্থা করার জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

সেখ মোহাম্মদ আলী
জেলা মোবাল্লেগ ইনচার্জ, বীরভূম, পঃ বঙ্গ।

খুতবা সানিয়ায় এ এলানটি পড়ে শুনানোর জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো যাচ্ছে

To

BOOK POST
PRINTED MATTER

Bangla Khulasa Khutba Jumma
Huzoor Anwar (ATBA)
13 December 2019

FROM
AHMADIYYA MUSLIM MISSION
NALHATI, PIRANPARA, BIRBHUM, 731243, W.B

www.mta.tv
www.alislam.org
www.ahmadiyyabangla.org